দৈনিক সংবাদ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

NOV 25 2002

শিক্ষা ক্যাডারে বৈষম্য

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা পরিষদের ক্ষোভ

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বাদ দিয়ে শুধু আত্তীকৃত শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্তে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা পরিষদ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মহাসচিব মতিউর রহমান গাজ্জালীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ও মহাপরিচালকের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষা ক্যাডারে বৈষম্য সৃষ্টিমূলক সিদ্ধান্ত নেয়ায় তাদের উদ্বেগ ও ক্ষোভের কথা জানান এবং মহাপরিচালককে স্মারকলিপি দেন।

বিতর্কিত এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য পরিষদ মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা সচিবকে স্মারকলিপি দিয়েছে। পরিষদ নেতৃবৃন্দ মনে করেন, এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত শিক্ষা ক্যাডারে বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস এবং বিষয়টি আত্তীকৃত শিক্ষকদের পেশাগত মান ও মর্যাদা হেয়-প্রতিপন্ন করার শামিল। শিক্ষার মানোন্নয়নে এ সিদ্ধান্তটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আন্তঃশিক্ষক সম্পর্ক বিনষ্টে উৎসাহিত করবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেকোন সিদ্ধান্ত শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর হওয়া উচিত বলে পরিষদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা প্রত্যাশা করছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে দীর্ঘ ২ যুগ ধরে একই সঙ্গে জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রণয়ন করে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াই আত্তীকৃত ও সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের বিদ্যমান নীতিমালার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করে আসছে। হঠাৎ করে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি শুধু আত্তীকৃত শিক্ষকদের সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ আত্তীকৃত শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে পরিষদ মনে করে। বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তটি যথা শিগগিরই প্রত্যাহার করে পূর্বের ন্যায় একই সঙ্গে শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত আত্তীকৃত ও সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অতিসত্বর পদোন্নতি দানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানানো হয়।

বৈষম্যমূলক এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬শে নভেম্বর সকাল ১১টায় ঢাকার সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা পরিষদের প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের এক জরুরি সভা আহ্বান করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।